## প্রকৌশল ঠিকাদারির ব্যবসা : সাবসিডিয়ারি কোম্পানি করছে সাইফ পাওয়ারটেক

নির্মাণ ও প্রকৌশল ঠিকাদারির ব্যবসা পরিচালনার জন্য সাইফ পোর্ট হোল্ডিংস লিমিটেড নামের একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, পরিশোধিত মূলধন বাবদ ৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা বিনিয়োগের পর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিটিতে তাদের শেয়ার হবে ৬৫ শতাংশ। শেয়ারহোল্ডারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটি জানিয়েছে, সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল ও মেটারিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য সাইফ পোর্ট হোল্ডিংস লিমিটেড করতে চায় তারা। এর পরিশোধিত মূলধন হবে ৫ কোটি টাকা।সাইফ পাওয়ারটেক আরো জানিয়েছে, সাইফ পোর্ট হোল্ডিংস লিমিটেড ভবন, সড়ক, সেতু নির্মাণ, ডক ইয়ার্ড স্থাপন, স্থলবন্দর-নদীবন্দর ইত্যাদি স্থাপন, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), ডেসা, ডেসকো, ওয়াসা ও ডিপিডিসির বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবসা করবে। নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকৌশল ঠিকাদারির পাশাপাশি গ্রাহকদের পরামর্শসেবাও দেবে তারা।http://bonikbarta.net

## জুতার ব্যবসায় নামছে অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ

বস্ত্র খাতের তালিকাভুক্ত কোম্পানি অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবার জুতার ব্যবসায় নামছে। এজন্য সংঘস্মারক সংশোধন করতে হবে কোম্পানিটিকে, যাতে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন নিতে বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান করেছে কোম্পানি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। শেয়ারহোল্ডারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অলটেক্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চামড়া, কৃত্রিম চামড়া, রেক্সিন, প্লাস্টিক ও বিভিন্ন সিনথেটিক উপাদান কিংবা কাপড় দিয়ে জুতা উৎপাদন, বিপণন ও রফতানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের পর্ষদ। নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সু, স্যান্ডেল, বুট, ট্রেইনার ও স্পোর্টস সুজ উৎপাদন করবে তারা। জুতার পাশাপাশি কোম্পানিটি বেল্ট, ব্যাগ ইত্যাদিও তৈরি করবে। স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি রফতানির পরিকল্পনা করেছে অলটেক্স উদ্যোক্তারা। জানা যায়, নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য কোম্পানিটিকে তার সংঘস্মারক পরিবর্তন করতে হবে। এতে শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি নিতে কোম্পানিটি ২৭ ডিসেম্বর বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অবস্থিত কারখানা প্রাঙ্গণে বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান করেছে। ইজিএমের রেকর্ড ডেট নির্ধারণ হয়েছে ২৪ ডিসেম্বর।http://bonikbarta.net

## ফের বিশেষ সুবিধা পেলেন পাট শিল্পের ঋণখেলাপিরা

পাট শিল্পে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীরা খেলাপি ঋণ পরিশোধে আবারো বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন। এ খাতের ব্যবসায়ীদের বকেয়া ঋণে ‘ব্লক’ সুবিধা দিয়ে তা পরিশোধের জন্য ১০ বছর সময় বাড়িয়েছে সরকার। একই সঙ্গে ঋণখেলাপি পাট ব্যবসায়ীদের নতুন করে ঋণ প্রদানের বিধানও রাখা হয়েছে।গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে গত ২৯ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের কপি সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এর আগেও কয়েক দফায় পাট

ব্যবসায়ীদের ঋণে ব্লক সুবিধা দিয়েছিল সরকার। অথচ বারবার সরকারি সুবিধা নিয়েও ব্যাংকের অর্থ ফেরত দেননি ঋণখেলাপিরা। একই সঙ্গে পাট ব্যবসায়ীদের গুদামে জামানতের পাটও পাওয়া যায়নি।http://bonikbarta.net

## বিশ্বব্যাংকের ২০ হাজার কোটি ডলারের জলবায়ু তহবিল ঘোষণা

জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান মাত্রা অব্যাহত থাকলে মানবপ্রজাতি 'বিলুপ্ত হয়ে পড়ার' হুমকিতে থাকবে। পোল্যান্ডে রোববার থেকে শুরু হওয়া জাতিসংঘের দুই সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন এ কথা বলেন সংস্থাটির সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট মারিয়া এসপিনোসা। এ পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তহবিলের আকার আরো বাড়িয়ে ২০ হাজার কোটি ডলার করেছে বিশ্বব্যাংক। সোমবার সংস্থাটির দেয়া এক ঘোষণায় বলা হয়, ২০২১-২৫ সময়ে এ অর্থ ব্যয় করা হবে, যা বর্তমান তহবিলের তুলনায় দ্বিগুণ। খবর এএফপি ও স্কাই নিউজ।জলবায়ুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের এ পদক্ষেপ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 'কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত করার' বিষয়ে নেতৃত্ব দেবে। এছাড়া 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হবে।'http://bonikbarta.net

## ডব্লিউটিও সংস্কারে জি২০ সম্মেলনে ঐতিহাসিক চুক্তি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে এবার আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে মিলিত হয়েছিলেন বিশ্বের শীর্ষ ২০ অর্থনীতির দেশগুলোর প্রতিনিধিরা। জি২০ সম্মেলনটি কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে চলমান তিক্ত বাণিজ্যযুদ্ধ অবসানের পরিকল্পনা ছিল বিশ্বনেতাদের। সম্মেলনটি কার্যকর করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কিছু দাবিতে নতিস্বীকার করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যাপারে একমত হয়েছেন জি২০ নেতারা। খবর রয়টার্স।বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী ২০টি শিল্পোন্নত দেশকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জি২০'র এবারের সম্মেলনে কিছু শব্দ প্রয়োগ না করাসহ বেশ কয়েকটি সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বৈশ্বিক বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ডব্লিউটিওকে এবার কিছু শব্দ বা শব্দযুগল ব্যবহার বন্ধের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছতে হলো।http://bonikbarta.net

## কয়লা উত্তোলন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ ইন্দোনেশিয়া

চলতি বছর সব মিলিয়ে ৫০ কোটি টনের বেশি কয়লা উত্তোলনের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ঘোষণা করেছিল ইন্দোনেশিয়া সরকার। বিশ্লেষকরা জ্বালানি পণ্যটির উত্তোলনে এ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য পূরণ কার্যত অসম্ভব বলে মত দেন। এর বিপরীতে লক্ষ্য পূরণে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেয় দেশটির সরকার। তবে বছরের শেষ মাসে এসে কয়লা উত্তোলনের বার্ষিক লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয় বলে স্বীকার করে নিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জ্বালানি মন্ত্রণালয়। ২০১৮ সালে দেশটিতে বার্ষিক লক্ষ্যের তুলনায় ৫ শতাংশ কম কয়লা উত্তোলন হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। খবর মন্টেল, রয়টার্স ও জাকার্তা পোস্ট।ইন্দোনেশিয়ার খনিগুলো থেকে ২০১৭ সালে সব মিলিয়ে ৪৬ কোটি ৯০ লাখ টন কয়লা উত্তোলন হয়েছিল। এর জের ধরে চলতি বছরের শুরুতে ইন্দোনেশিয়ার মিনিস্ট্রি অব এনার্জি অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সেসের পক্ষ থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বছর শেষে মোট ৪৮ কোটি ৫০ লাখ টন কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়। তবে গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে জ্বালানি পণ্যটির বার্ষিক উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় ৫০ কোটি ৭০ লাখ টন। চলতি বছর কয়লার এ বাড়তি উত্তোলন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য তা কোটা আকারে ইন্দোনেশিয়ার ৩২টি উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টন করা হয়। মূলত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় বাড়তি রফতানি চাহিদার কারণে ২০১৮ সালে প্রাথমিক লক্ষ্যের তুলনায় অতিরিক্ত ২ কোটি ১৯ লাখ টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ইন্দোনেশিয়া সরকার। উত্তোলন করা এসব কয়লার পুরোটাই বিভিন্ন দেশে রফতানি করা হবে বলেও জানানো হয়।http://bonikbarta.net